হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ৮১১/২০০৪

মোঃ সেলিম মল্লিক ওরফে এম. সেলিম মল্লিক

---- সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

-------প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত

--- সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ, কে, এম ফজলুল হক

---দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদানের তারিখঃ ০৪.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, বরিশাল কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-২৪/১৯৯৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০৩.২০০৪ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ, কে, এম ফজলুল হক বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ, কে, এম ফজলুল হক এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, বরিশাল কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-২৪/১৯৯৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০৩.২০০৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো।

বরিশাল জেলার কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর বরিশাল ডি, এ, বি'র সহকারী পরিদর্শক মোঃ রফিকুল ইসলাম ০৪.০৬.৯৪ ইং তারিখে এই মর্মে লিখিত এজাহার দায়ের করেন যে, ই, আর- ৮/৯৪

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অনুসন্ধান প্রমানিত হইয়াছে যে, বরিশাল সি. এস, ডির ২৪নং গুদামের মোঃ সেলিম মিয়া গুদাম রক্ষকের দায়িত্বে থাকাকালে ২১.০৩.৯০ ইং তারিখ হইতে ২৩.০৩.৯০ ইং তারিখের মধ্যে চা- ৮৭নং খামালে ১০১.৯৮৭ মেট্রিক টন চাউল গ্রহন করেন এবং ০৪.০৫.৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৯৭.৪০৩ মেট্রিক টন চাউল বিতরন করেন। অবশিষ্ট ৪.৫৮৪ মেট্রিক টন চাউল গুদাম ঘাটতি দেখান। ২ বৎসর ১ মাস ১৩ দিন মওজুদকালে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তিনি ২% হারে ২.০৩৯ মেট্রিক টন চাউল গুদাম ঘাটতি পাইবেন। কিন্তু ২.৫৪৫ মেট্রিক টন চাউল মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। আসামী মোঃ সেলিম মিয়া একই গুদামের চা- ১৬৬ নং খামালে ০৯.০৬.৯১ ইং তারিখ হইতে ১৬.০৬.৯১ ইং তারিখের মধ্যে ৯৩.৩৩ মেট্রিক টন চাউল গ্রহন করেন এবং ১৬.০২.৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৯০.৭৮০ মেট্রিক টন চাউল বিতরন করেন। অবশিষ্ট ২.৫৫৩ মেট্রিক টন চাউল গুদাম ঘাটতি দেখান। ৮ মাস ২৭ দিন মওজুদকালে সরকারী নিয়মানুযায়ী .৭৫% হারে ৬৯৯ কেজি, গুদাম ঘাটতি পাবেন। কিন্তু ১.৮৫৪ মেট্রিক টন চাউল মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে একই গুদামের চা-১৯/৯১নং খামালে ০২.০৯.৯২ ইং তারিখ হইতে ০৩.০২.৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৮৭.৯৭৩ মেট্রিক টন চাল গ্রহন করেন এবং ০৮.০৬.৯২ ইং তারিখে দায়িত্বভার হস্তান্তরকালে ৬৪.৬১৬ মেট্রিকটন চাউল বুঝাইয়া দেন। অবশিষ্ট ২৩.৩৫৭ মেট্রিক টন চাল গুদাম ঘাটতি দেখান। ৪ মাস ৬ দিন মওজুদকাল সরকারী নিয়মানুযায়ী .৫% হারে ৪৩৯ কেজি গুদাম ঘাটতি বাদ যাইবে। অবশিষ্ট ২২.৯১৮ মেট্রিক টন চাউল মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। উক্তভাবে তিনি ২৭.৩১৭ মেট্রিকটন চাউল আত্মসাৎ করিয়া প্রতি মেট্রিক টন চাউলের সরকারী মুল্য ১১৩৪০/- টাকা হারে ৩৯,৭৭৪/- টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। আসামী মোঃ সেলিম মিয়া ২৪নং গুদামের চি-৪নং খামালের ইনচার্জ থাকিয়া ০৫.০৪.৯০ হইতে ১০.০৪.৯০ ইং তারিখের মধ্যে ৩৪.৯৬২ মেট্রিক টন চিনি গ্রহন করেন এবং ১০.০৬.৯২ তারিখের মধ্যে ৩৩.৭৯৬ মেট্রিক টন চিনি বিতরন করেন। অবশিষ্ট ১.১৬৬ মেট্রিক টন চিনি গুদাম ঘাটতি দেখান। ২ বৎসর ১ মাস ৫ দিন মওজুদকালে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১.৫% হিসাবে ৫২৪ কেজি গুদাম ঘাটতি পাবেন। অবশিষ্ট ৬৪২ কেজি চিনি মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। প্রতি মেট্রিকটন চিনির সরকারী মূল্য ২৫,৬১০/- টাকা হারে ১৬৪৪১/৬২ টাকা

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। *আসামী সেলিম মিয়া উক্ত ভাবে চাউল ও চিনি বাবদ ৩,২৬,২১৬/৪০ টাকা আত্মসাৎ করিয়া দন্ডবিধির ৪০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ করিয়াছেন।* *উক্ত এজাহারটি কোতয়ালি থানায় ১০নং মামলা হিসাবে ০৪.০৬.৯৪ ইং তারিখে রুজু করিয়া বরিশাল দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।* *এজাহারকারী মোঃ রফিকুল ইসলাম তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন, অনুসন্ধানকালে জব্দকৃত আলামত সমুহ হেফাজতে নেন তদন্তে আসামী মোঃ সেলিম মিয়ার বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারার অপরাধসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় ১৬.০৩.৯৮ ইং তারিখের কোতয়ালী থানার ৯২নং অভিযোগ পত্র জি. আর. ৪৫৪/৯৪নং মোকদ্দমায় দাখিল করেন। ০১.০৬.৯৮ ইং তারিখে বরিশাল জেলার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে জি. আর. ৪৫৪/৯৪ নং মোকদ্দমার নথি প্রাপ্ত হইয়া স্পেমাল ১৬/৯৮ নং মোকদ্দমা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করেন এবং দাখিলকৃত পুলিশ প্রতিবেদন গ্রহন করিয়া আসামী মোঃ সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে বর্নিত ধারার অপরাধ আমলে নেন। অতঃপর মোকদ্দমাটি বিচারের নিমিত্ত বরিশাল বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতে ১৫.০৬.৯৮ ইং তারিখে বদলী হইলে ২৪/৯৮ নং স্পেশাল মোকদ্দমা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়। ০৪.০৯.০৩ ইং তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের ৫(২) ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করিয়া আসামীকে পাঠ করিয়া শুনাইলে সে নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করে এবং বিচার প্রার্থনা করে। রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষ্য প্রমান গ্রহন শেষে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে ২৪.১১.০৩ তারিখে আসামীকে পরীক্ষা করা হয়। আসামী নিজেকে নির্দোষ বরিয়া দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না বলিয়া জানায় তবে প্রাথমিক ভাবে লিখিত বক্তব্য দাখিল করিবে বলিয়া জানায়। পরবর্তীতে লিখিত বক্তব্য দাখিল করিয়া বলেন যে, তিনি চাউল কিংবা চিনি আত্মসাৎ করেন নাই। চাউল গ্রহনকালে ইহার আদ্রতা ছিল ১৩.৮% এবং বিতরনকালে আদ্রতা ছিল ১২.৩%। ফলে আদ্রতা জনিত কারনে ১.৫% চালের ওজন গিয়াছে। ২ বৎসর ১ মাস ১৩ দিন চাল গুদামে মওজুদ থাকায় চাউলের ওজন কমিয়া যায় এবং চাউল পোকায় আক্রমন করিলে ১৭ বার কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে, যাহা

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিস্তারিত ভাবে খামাল কার্ডে উল্লেখ আছে। কর্তৃপক্ষের অবহেলায় চাল দীর্ঘদিন মওজুদ ছিল। ইহা ছাড়া গুদামের ছাদ চুবাইয়া পানি পড়িয়া কতেক চাউল নষ্ট হইয়াছে কিন্তু ইহার পরিমাপ নির্নয় করা হয় নাই। *চি-৪নং খামালে ২ বৎসর ১ মাস ১৯ দিন পর্যন্ত চিনি মওজুদ ছিল। বর্ষা মৌসুমে চিনি কমিয়া চিনি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রামের অভাবে চিনির রস সংগ্রহ করা হয় নাই। যাহা তৎকালীন সময়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত অবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতির জন্য প্রাকৃতিক কারন ও কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করিয়া আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক খালাস প্রার্থনা করিয়াছেন। যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বিজ্ঞ পি, পি, আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার নিবেদন করিয়াছেন।* ***বিচার্য্য বিষয়*** *১। এজাহারে বর্নিত ঘটনা আদৌ ঘটিয়াছে কি? ঘটিয়া থাকিলে ইহার সহিত আসামী জড়িত ছিল কি?* *২। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইয়াছে কি এবং আসামী শাস্তি পাইতে পারে কি?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে এবং আলোচনা সংক্ষেপে করার উদ্দেশ্যে বিচার্য্য বিষয় সমূহ একত্রে আলোচিত হইল।* *অত্র মোকদ্দমায় রাষ্ট্রপক্ষের পি, ডাব্লিউ- ১ পরিমল সরকার, পি, ডাব্লিউ- ২ মনিন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, পি, ডাব্লিই- ৩ মোঃ রফিকুল ইসলাম, পি, ডাব্লিউ- ৪ সুনীল কৃষ্ণ পাল মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।* *প্রদর্শিত কাগজাত নিম্নরুপ চিহ্নিত হইয়াছেঃ-* *১। জব্দ তালিকার ফটো ---------- প্রদর্শনী- ১, ১(এ)।* *২। এজাহার প্রদর্শনী---------- প্রদর্শনী- ২।* *আলামতসমূহ নিম্নরুপ চিহ্নিত হইয়াছেঃ-* *ক। খামাল কার্ড- চা- ১৯/৯১ বস্তু প্রদর্শনী- I* *খ। খামাল কার্ড- চা ৮৭, বস্তু প্রদর্শনী- II* *গ। খামাল কার্ড চি- চা-১৬৬ বস্তু প্রদর্শনী- III* *ঘ। খামাল কার্ড চি- ৪ বস্তু প্রদর্শনী- IV (c)* *পি, ডাব্লিউ-১ পরিমল চন্দ্র সরকার তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ১৮.০৪.৯২ ইং তারিখ হইতে ০৪.০২.৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বরিশাল সি, এস, ডির ম্যানেজার পদে এই সাক্ষী কর্মরত ছিলেন। ২৪নং দুগামের চ-৮৭*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নং খামালে ৫.৫৮৪ মেট্রিক টন চাল চা- ১৯/৯১ নং খামালে ২৩.৩৭৫ মেট্রিক টন চাল এবং চা- ১৬০ নং খামালে ১.৮৫৪ মেট্রিক টন চাল এবং চা- ১৬৬ নং খামালে ১.১৬৬ মেট্রিক টন ধান ঘাটতি হয়। যাহার মোট মূল্য ছিল ৩,২৬,২১৬/২৪ টাকা। তৎকালীন গুদাম রক্ষক মোঃ সেলিম মালিক ইহা আতসাৎ করিয়াছে। গুদামের ভিতরে বৃষ্টির পানি পড়ে নাই বা চাল পোকায় আক্রমন করে নাই। চিনি নষ্ট হয় নাই। *আসামী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, কোন তারিখে কি পরিমান চাল আসামী গ্রহন/বিতরন/মওজুদ করিয়াছে তাহা খামাল কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। খামাল কার্ডের বর্ণনা সত্য মালের মান, আদ্রতা, ইত্যাদি সম্পর্কে খামাল কার্ড তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। পোকায় আক্রমন করার কারনে ১৭ বার কীটনাশক প্রয়োগ করা হইলে তাহাও খামাল কার্ডে উল্লেখ আছে। মালের আদ্রতা ১২.৩% ছিল কিনা তাহা ও কাশাল কার্ডে বর্নিত আছে। ইহা সত্য নয় যে, ডিএসডি-৩, ২ এবং ১ মানের চাল যথাক্রমে ৩ মাস ২ মাস এবং ১ মাসের মধ্যে বিতরণ করিতে হয়। ইহা সত্য নয় যে, পোকায় আক্রমনের কারনে ১% শস্য ধুলায় জন্য .৫% এবং মওজুদকালীন আদ্রতার জন্য ১.৫% ঘাটতি কর্তন যোগ্য। ইহা সত্য নয় যে, অতিরিক্ত আদ্রতা পোকায় আক্রমন ও বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হওয়ায় চাল ও চিনি ঘাটতি হইয়াছে। ইহা সত্য নয় যে, বৃষ্টির পানিতে চিনি গলিয়া গিয়াছে এবং চিনির পানি সংরক্ষনের অভাবে মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে।* *বরিশাল সি, এস, ডি সংরক্ষিত এলাকা। ইহার চারদিকে দেওয়াল আছে এবং দুইটি গেট এবং চেক পোষ্ট আছে। যাহাতে সার্বক্ষনিক পাহাড়া আছে। ৪০-৪৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী আছে।* *পি, ডাব্লিউ- ২ মনিন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, ১৫.০২.৯২ ইং তারিখ হইতে ০৬০৬.৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত এই সাক্ষী বরিশাল সি, এস, ডিতে কর্মরত থাকাকালে ০৬.০২.৯৪ ইং তারিখে বরিশাল ডি, এ, বির সহকারী পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম ২৪নং গুদামের কয়েকটি খামাল কার্ড জব্দ করেন। জব্দ তালিকার ফটেকপি প্রদর্শনী- 1 এবং 1 (এ) এবং এই সাক্ষী স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ১/১ এবং ১(এ)/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। চা-৮৭, চা- ১৯ এবং চা-১৬৬ নং খামাল কার্ড বস্তু প্রদর্শনী- I, II, III এবং চিনি ৪নং খামালের খামাল কার্ড বস্তু প্রদর্শনী- IV, IV(c) হিসাবে চিহ্নিত করেন। চা- ৮৭ নং খামালে ৪.৫৮৪ মেট্রিক টন চা- ১৯ নং খামালের ২৩.৩৫৭ মেট্রিক টন এবং চা- ১৬৬ নং খামালে ২.৫৫৩ মেট্রিক টন সর্ব মোট ৩০.৪৯৪ মেট্রিক টন চাল আসামী আত্মসাৎ করিয়াছে, যাহার*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তৎকালীন সরকারী মূল্য ছিল ৩,৩৯,৭৭৪/৭৮ টাকা। চিনি ৪নং খামালে ১.১১৬ মেট্রিক টন চিনি আসামী আত্মসাৎ করিয়াছে যাহার তৎকালীন সরকারী মূল্য ছিল ১৬,৪৬১/৭১ টাকা। মওজুদকৃত চাল ও চিনির মান ভাল ছিল। ইহা পোকায় আক্রমন করে নাই বা নষ্ট হয় নাই। *আসামী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, খাদ্য পরিদর্শন হিসাবে মালামালের হিসাব সংরক্ষন করার দায়িত্ব এই সাক্ষীর ছিল। চাল কতদিন মওজুদ ছিল তাহা খামাল কার্ডে উল্লেখ আছে। পোকায় যাহাতে চাল আক্রমন না করে সেই জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। ১৭ বার কীটনাশক প্রয়োগ করা হইয়াছে কিনা এবং চালের মান সম্পর্কে খামাল কার্ডে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আদ্রতা জনিত কারনে এবং শস্য ধুলার কারনে অতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে ইহা সত্য নয়। চিনি বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়া গলিয়া নষ্ট হওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে কিংবা আসামী সেলিম মল্লিক চাল ও চিনি আদৌ আত্মসাৎ করে নাই ইহা সত্য নয়।* *পি, ডাব্লিউ- ৩ মোঃ রফিকুল ইসলাম তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বরিশাল ডি, এ, বিতে সহকারী পরিদর্শক পদে কর্মরত থাকাকালে ই, আর- ৮/৯৪ অনুসন্ধানকালে ০৬.০২.৯৪ ইং তারিখে রবিশাল সি, এস, ডির ১৪নং গুদামের চা- ১৯/৯১, চা- ৮৭, চা- ১৬৬ নং খামালের খামাল কার্ড ও ঘাটতি বিবরনী জব্দ করেন। জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করেন। উক্ত জব্দ তারিকা প্রদর্শনী- ১ এবং ১(এ) চিহ্নিত করেন এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ১, ২ এবং ১(এ)/২ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আসামী সেলিম মল্লিক ২৪ গুদামের দায়িত্বে থাকাকারে ২১.০৩.৯০ ইং হইতে ২৩.০৩.৯০ তারিখের চা- ৮৭ নং খামালের ১০১.৯৮৭ মেট্রিক টন চাল গ্রহন করেন এবং ০৪.০৫.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৯৭.৪০৩ মেট্রিক টন চাল বিতরন করেন। ২.৫৪৫ মেট্রিক টন চাল মাত্রাতিরিক্ত দেখাইয়া আত্মসাৎ করেন। যাহার তৎকালীন সরকারী মূল্য ছিল ২৮৮৬০/৩০ টাকা।* *চা- ১৬৬নং খামালে ০৯.০৬.৯১ ইং হইতে ১৬.০৬.৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত ৯৩.৩৩৩ মেট্রিক টন চাল গ্রহন করেন এবং ১৬.০২.৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৯০.৭৮০ মেট্রিক টন চাল বিতরন করেন। ১.৮৫৪ মেট্রিক টন মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করেন। যাহার তৎকালীন সরকারী মূল্র ছিল ২১০২৪/৩৬ টাকা।* *চা- ১৯নং খামালে ০২.০২.৯২ ইং হইতে ০৩.০২.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৮৭.৯৭৩ মেট্রিক টন চাল গ্রহন করেন এবং ০৮.০৬.৯২ ইং তারিশের মধ্যে ৬৬.৬১৬ মেট্রিক টন চাল বিতরন করেন। ২২.৩১৮ মেট্রিক টন চাল*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করেন, যাহার সরকারী মূল্য ছিল ২,৫৩,০৮৬/১২ টাকা। *ডি-৪নং খামালে ০৫.০৪.৯০ ইং হইতে ১০.০৪.৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত ৩৪.৯৬২ মেট্রিক টন চিনি গ্রহন করেন এবং ১০.০৬.৯২ ইং তারিখের মধ্যে ৩৩.৭৯৬ মেট্রিক টন চাল বিতরন করেন। ৬৪২ কেজি চিনি মাত্রারিক্তি ঘাটতি দেখাইয়া আত্মসাৎ করেন, যাহার তৎকালীন সরকারী মূল্য ছিল ১৬,৪৪১/৬২ টাকা।* *উক্ত ভাবে চাল বাবদ ৩০৯৮৭৪.৭৮ টাকা এবং চিনি বাবদ ১৬৪৪১.৬২ টাকা মোট ৩,২৬,২১৬/৪০ টাকা আসামী সেলিম মল্লিক আত্মসাৎ করিয়াচে। তৎকারনে ০৪.০৬.৯৪ ইং তারিখে কোতয়ালী থানায় ১০নং লিখিত এজাহার দায়ের করা হইয়াছে। উক্ত লিখিত এজাহার প্রদর্শনী- ২ এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। অতঃপর তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন, অনুসন্ধানকালে জব্দকৃত আলামত সমূহ পুনরায় জব্দ দেখান এবং পর্যালোচনা করেন, আসামী সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে ৩,২৬,২১৬/৪০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে ১৬.০৩.৯৮ ইং তারিখের কোতয়ালী থানার ৯২ নং অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়।* *আসামী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মামলার ঘটনা সম্পর্কে খাদ্য বিভাগ হইতে কোন এজাহার দায়ের করা হয় নাই। ই, আর- ৮/৯৪ হইতে উদ্ভুত সকল মামলার আলামত সংশ্লিষ্ট জি. আর মামলা সমূহে জব্দ দেখানো হইয়াছে। ০৮.০৬.৯৪ ইং তারিখে জব্দকৃত আলামত সমূহ অত্র মামলার আলামত হিসাবে গন্য করা হইয়াছে। ২১.০৩.৯০ ইং হইতে ১০.০৬.৯৮ ইং তারিখ সময়ের মধ্যে আত্মসাতের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। চা- ২৭নং খামালে চাল দুই বৎসরের অধিকার মওজুদ ছিল। চাল গ্রহনকালে আদ্রতা ছিল ১৪% এবং বিতরনকালে আদ্রতা ছিল ১২.৩%। গ্রহনকালে চালের মান ছিল ডি, এস, ডি-৩। কীটনাশক প্রয়োগ করা হইয়াছে ১৭ বার। পোকায় আক্রমনের কারনে ১.৫% এবং শস্য ধুলার কারনে ১.৫% এবং অন্যান্য কারনে অধিক মাত্রায় চাল ঘাটতি হইতে পারে। ইহা সত্য নয় যে, প্রাপ্য ঘাটতির চাইতে কম ঘাটতি প্র.ান করায় মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি ইহইয়াছে বা আসামী নির্দোষ। চা- ১৬৬ নং খামালের চাল ৮ মাস ২৭ দিন মওজুদ ছিল। ইহা গ্রহনকালে আদ্রতা ছিল ১২.৫%। মাল ছিল ডি, এস, ডি-২ মোট ৬ বার কীটনাশক প্রয়োগ করা হইয়াছে। আদ্রাতা জনিত কারনে ১.৫%*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পোকায় আক্রমনের কারনে ১% এবং শস্য ধুলার কারনে .৫% মোট ৩% ঘাটতি বাদ যাইবে ইহা সত্য নয়। *চা- ১৯নং খামালে ৪ মাস ৬ দিন চাল মওজুদ ছিল ইহা গ্রহনকালে ১৪.৯% এবং বিতরনকালে ১৩% আদ্রতা ছিল। আসামীকে .৫% ঘাটতি প্রদান করা হইয়াছে। ইহা সত্য নয় যে, আদ্রতা জনিত কারনে চাল মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে।* *চি-৪নং খামালে চিনি ২ বৎসর ১ মাসের অধিকার মওজুদ ছিল। চিনির মান ছিল ডেকড়া-৩। যাহা বর্ষার পানতিে ভিজিয়া ডেকড়া-১ হইয়াছে। ইহা সত্য নয় যে, চিনি গলিয়া রস পড়িয়াছে।* *বরিশাল সি, এস, ডি সংরক্ষিত ও দেওয়াল বেষ্টিত এলাকা। ইহাতে দুইটি গেট ও চেক পোষ্ট আছে। ইহাতে ৩৫/৪০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত আছে। গুদাম রক্ষকগন কাজ শেষে চাবি ম্যানেজারের কক্ষে রাখিয়া যান। ইহা সত্য নয় যে, আসামীর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হইয়াছে।* *পি, ডাব্লিউ- ৪ সুনীল কৃষ্ণ পার তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২২.০১.৯০ ইং তারিখ হইতে ৩০.০৬.৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত তিনি বরিশাল সি, এস, ডিতে কারিগরি পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। ২৪নং গুদামে বিভিন্ন খামালে রক্ষিত চাল, চিনি, ইত্যাদির মান রক্ষার জন্য চাহিদামত ছিলেন। ২৪নং গুদামে বিভিন্ন খামালে রক্ষিত চাল, চিনি, ইত্যাদির মান রক্ষার জন্য চাহিদামত রক্ষার জন্য চাহিদামত ব্যবস্থা গ্রহন ও কীটনাশক প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা সত্বেও চা- ১৯, চা-৮৭, চা- ১৬৬ নং খামালে মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে এবং চিনি ৪নং খামালেও মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে। চাল ও চিনি বিতরনযোগ্য ছিল। বিভিন্ন খামাল পরিদর্শন করিয়া চাল ও চিনির মান এবং অবস্থান সম্পর্কে খামাল কার্ডে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।* *আসামী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, চা- ৮৭ নং খামালের চাল গ্রহনকালে আদ্রতা ছিল ১৩.৮% এবং বিতরনকালে আদ্রাতা ছিল ১২.৩%। চালের মান ২৫.০৩.৯০ ইং তারিখে ছিল ডি, এস ডি-৩ এবং ১৩.১১.৯০ ইং তারিখে ছিল ডি এস ডি-২ পোকায় আক্রমন জনিত কারনে ১৭ বার কীটনাশক প্রয়োগ করা হইয়াছে।* *চা-১৬৬ নং খামালের আদ্রতা ছিল গ্রহনকালে ১৪% এবং তিরনকালে ১২.৫%। চালের মান গ্রহনকালে ছিল ডি, এস, ডি-২। ৬ বার কীঠনাশক প্রয়োগ করা হইয়াছে।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চা- ১৯নং খামালে চাল গ্রহনকালে আদ্রতা ছিল ১৪.৯% এবং বিতরনকালে আদ্রতা ছিল ১৩%। চিনি ৪নং খামালে চিনি গ্রহনকালে মান ছিল ডেকরা- ৩, যাহা ''একদম'' মানে পৌছিয়াছিল। ০৯.০৮.৯০ ইং তারিখে চিনি বস্তা হইতে রস ঝড়িয়া পড়িতে ছিল। সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল ম্যানেজারের। তবে গুদামের দায়িত্ব একক ভাবে গুদাম রক্ষকের। বর্ষার পানিতে নয়, বরং বর্ষাকালীন আদ্রতায় চিনিতে পানি শোষিত হইয়া কিছু চিনি গলিবার উপক্রম হয় এবং কিছু চিনি গলিয়া যায়। ইহা সত্য নয় যে, আসামী সেলিম মল্লিক চাল ও চিনি আত্মসাৎ করিয়াছে। *রাষ্ট্রপক্ষের উল্লেখিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় যে, আসামী সেলিম মল্লিক ০৫.০৪.৯০ ইং তারিখ হইতে ১০.০৬.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত বরিশাল সি, এস, ডিতে ২৪নং গুদামের গুদাম রক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন।* *বস্তু প্রদর্শনী- I চা- ১৯/৯১ নং খামাল কার্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ০২.০২.৯২ ইং তারিখে ৭০৪ বস্তায় ৫২.৪০১ মেট্রিক টন চাল গ্রহন করা হইয়াছে। ০৩.০২.৯২ ইং তারিখে ৪৮০ বস্তায় ৩৫.৫৭২ মেট্রিক টন চাল গ্রহন করা হইয়াছে। ০৩.০২.৯২ ইং তারিখে ১১৮৪ বস্তায় মোট ৮৭.৯৭৩ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ০৬.০৬.৯২ ইং তারিখে ৬০০ বস্থায় ৩৪.৪০৩ মেট্রিকটন চাল বিতরন করা হইয়াছে। ০৬.০৬.৯২ ইং তারিখে উক্তরূপ বিতরন শেষে ৫৮৪ বস্তায় ৫৩.৫৭০ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ০৮.০৬.৯২ ইং তারিখে ৫৮৪ বস্তায় ৩০.২১৩ মেট্রিক টন চাল পরবর্তী কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। কিন্তু কোন চাল অবশিষ্ট না থাকায় ২৩.৩৫৭ মেট্রিক টন চাল ঘাটতি হইয়াছে। সুতরায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হইতেছে যে, ০৬.০৬.৯২ ইং তারিখ হইতে ০৮.০৬.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ২৩.৩৫৭ মেট্রিক টন চিনি ঘাটতি হইয়াছে। পোকায় আক্রমন, আদ্রতা কিংবা অন্য কোন কারনে মওজুদকৃত চাল ঘাটতি হইয়াছে কিনা তৎমর্মে কোন তথ্য খামাল কার্ডে উল্লেখ নাই। ০৬.০৬.৯২ ইং হইতে ০৮.০৬.৯২ ইং সময়ের মধ্যে মওজুদকৃত চালে কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় নাই। ২০.০৬.৬৭ ইং তারিখের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের (অপাঠ্য)- IW-59/66/scc-VI/IW-59/66/360-FD নং স্মারকের 2(I) দফায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ৬ মাস পর্যন্ত চাল মওজুদের ক্ষেত্রে .৫% ঘাটতি গ্রহন যোগ্য বিধায় ০৬.০৬.৯২ ইং তারিখে মওজুদকৃত ৫৩.৫৭০ মেট্রিক টন চা .৫% হারে ২.৬৭৯ মেট্রিক টন ঘাটতি গ্রহন যোগ্য বিধায় ২৩.৩৫৭-২.৬৭৯=২০.৬৭৮ মেট্রিক টন চাল মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হইয়াছে। যাহা বিধি*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বর্হিভূত বিধায় আত্মসাৎ বলিয়া গণ্য হইবে। বস্তু প্রদর্শনী- II চা- ৮৭ নং খামালের খামাল কার্য (নং- ১৫৩৪১) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২১.০৩.৯০ ইং তারিখের ৮৩০ বস্তায় ৬০.৬৩৬ মেট্রিক টন চাল এবং ২১.০৩.৯০ ইং তারিখে আরো ৪৩০ বস্তায় ৩১.২৫২ মেট্রিক টন এবং ২৩.০৩.৯০ ইং তারিখে ১৪০ বস্তায় ১০.০৯৯ মেট্রিক টন চাল গ্রহন করা হইয়াছে। ফলে ৩০.০৩.৯০ ইং তারিখে ১৪০০ বস্তায় ১০১.৯৮৭ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল যাহা ৩০.০৬.৯০ এবং ৩০.০৬.০১ ইং তারিখে বার্ষিক যাচাইকালে সঠিক পাওয়া গিয়াছে অর্থাৎ ১৪০০ বস্তায় ১০১.৯৮৭ মেট্রিক টন ২৯.০২.৯২ ইং তারিখে ১৫৮ বস্তায় ১০.৫৫৬ মেট্রিক টন চাল বিতরন শেষে ১২৪২ বস্তায় ৯১.৪৩১ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ০৩.০৩.৯২ ইং তারিখে ৯৬ বস্তায় ৬.৬৫৮ মেঃ টন চাল বিতরন শে ে ষ ১১৪৬ বস্তায় ৮৪.৭৭৩ মেট্রিক টন চাল গ্রহন করিয়াছিল। ০৫.০৩.৯২ ইং তারিখে ৮১ বস্তায় ৫.৮৭০ মেট্রিক টন চাল বিতরন শেষে ১০৬৫ বস্তায় ৭৮.৯০৩ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ০৮.০৩.৯২ ইং তারিখে ৯২ বস্তায় ৬.৫৫৫ মেট্রিক টন চাল বিতরন শেষে ৯৭৩ বস্তায় ৭২.৩৪৮ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ১০.০৩.৯২ ইং তারিখে ১০ বস্তায় ৬.৪৪৬ মেট্রিক টন চাল বিতরন শেষে ৮৮৩ বস্তায় ৬৫.৯০২ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ১৫.০৩.৯২ ইং তারিখে ৩০০ বস্তায় ২০.৫৯৬ মেট্রিক টন চাল বিতরন শেষে ৫৮৩ বস্তায় ৪৫.৩০৬ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ১৭.০৩.৯২ ইং তারিখে ৩৮৬ বস্তায় ৬.০৬২ মেট্রিক টন চাল বিতরন শেষে ৪৯৭ বস্তায় ৩৯.২৪৪ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ১৮.০৩.৯২ ইং তারিখে ২৭৫ বস্তায় ১৯.৬৩৫ মেট্রিক টন চাল বিতরন শেষে ১৯.৬০৯ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ১৯.০৩.৯২ ইং তারিখে ১১২ বস্তায় ৮.০০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ শেষে ১১০ বস্তায় ১১.৬০৯ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ০৮.০৪.৯২ ইং তারিখে ৪১ বস্তায় ৩.৩০ মেট্রিক টন চাল বিতরন শেষে ৬৯ বস্তায় ৮.৬০৯ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ২৫.০৪.৯২ ইং তারিখে ২৯ বস্তায় ২.০০০ মেট্রিক টন চাল বিতরন শেষে ৬.৬০৯ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। কিন্তু ০৪.০৫.৯২ ইং তারিখে ৪০ বস্তায় ২.২৫ মেঃ টন চাল মওজুদ থাকায় অবশিষ্ট ৪.৫৮৪ মেট্রিক টন চাল ঘাটতি হয়। ২৫.০৪.৯২ ইং হইতে ০৪.০৫.৯২ ইং তারিখ ৯ দিনের ব্যবধানে ৪.৫৮৪ মেট্রিক টন চাল গুদাম ঘাটতি হইয়াছে। ২৫.০৪.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৯৫.৩৭৮ মেট্রিক টন চাল বিতরণ হওয়ায় এবং ৬.০৯ মেট্রিক টন চাল মওজুদ থাকায় (৯৫.৩৭৮ + ৬.৬০৯ = ১০১.৯৮৭) আদৌ কোন ঘাটতি হয় নাই অর্থাৎ ২১.০৩.৯০ ইং

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখ ২৫.০৩.৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত মওজুদকৃত চাল আদ্রতাজনিত কারনে কিংবা অন্য কোন কারনে কোনরূপ ঘাটতি হয় নাই। ২৫.০৪.৯২ ইং তারিখে মওজুদকৃত ৬.৬০৯ মেট্রিক টন চাল আদ্রতাজনিত কিংবা অন্য কোন বৈধ কারনে ঘাটতি হইয়া ২.০২৫ মেট্রিক টন দাড়াইয়াছে ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০.০৬.১৯৬৭ তারিখের Scc-VI/IW-59/66/360-FD নং স্মারকে 2(I) দফায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ৬ মাস পর্যন্ত চাল মওজুদকালের জন্য .৫% হারে ঘাটতি গ্রহন যোগ্য। তদহেতু ২৫.০৪.৯২ ইং তারিখে মওজুদকৃত ৬.৬০৯ মেট্রিক টন চাল .৫% হারে ৩৩০.৪৫ কেজি চাল ঘাটতি গ্রহনযোগ্য ৫৫৮৪-৩৩০.৪৫ = ৫২৫৩.৫৫ কেজি চাল বিধি বর্হিভুত ভাবে ঘাটতি হওয়ায় ইহা আসামী সেলিম মল্লিক কর্তৃক আত্মসাৎ হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে। *বস্তু প্রদর্শনী- III চা-১৬৬ নং খামালের খামাল কার্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ০৯.০৬.৯১ ইং তারিখে ৪২০ বস্তায় ৩১.৪০০ মেট্রিক টন চাল ১০.০৬.৯১ ইং তারিখে ৪২৫ বস্তায় ৩১.৮৩৩ মেট্রিক টন চাল এবং ১৬.০৬.৯১ ইং তারিখে ৪০০ বস্তায় ৩০.০০০ মেট্রিক টন চাল গ্রহন করা হইয়াছে বিধায় ১৬.০৬.৯১ ইং তারিখে ১২৪৫ বস্তায় ৯৩.৩৩৩ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। যাহা ৩০.০৬.৯১ ইং তারিখে বার্ষিক যাচাইকালে সঠিক পাওয়া গিয়াছে। ২৬.১০.৯১ ইং তারিখে ১৪০ বস্তায় ১০.২৩৮ মেঃ টন চাল বিতরন শেষে ১১০৫ বস্তায় ৮৩.০৯৫ মেট্রিকটন চাল মওজুদ ছিল। ২৭.১০.৯১ ইং তারিখে ১৩৪ বস্তায় ৯.৭৬২ মেট্রিকটন চাল বিতরন শেষে ৯৭১ বস্তায় ৭৩.৩৩৩ মেট্রিকটন চাল মওজুদ ছিল। ২৮.১০.৯১ ইং তারিখে ২৭৬ ১৯.৬৫ মেট্রিকটন চাল বিতরন শেষে ৬৯৫ বস্তায় ৫৩.৬৮৩ মেট্রিকটন চাল মওজুদ ছিল। ২৯.১০.৯১ ইং তারিখে ৫৪৮ বস্তায় ৩৯.৯৪০ মেট্রিকটন চাল বিতরন শেষে ১৪৭ বস্তায় ১৩.৭৪৩ মেট্রিকটন চাল মওজুদ ছিল। ০৮.০২.৯২ ইং তারিখে ৩০ বস্তায় ২২ মেট্রিকটন চাল বিতরন শেষে ১১৭ বস্তায় ১১.৫৪৩ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ০৯.০২.৯২ ইং তারিখে ৯ বস্তায় ৬৪২ কেজি চাল বিতরন শেষে ১০৮ বস্তায় ১০.৯০১ মেট্রিকটন চাল মওজুদ ছিল। ১০-২-৯২ ইং তারিখে ৪৯ বস্তায় ৩.৭০০ মেট্রিকটন চাল বিতরণ শেষে ৫৯ বস্তায় ৭.২০১ মেট্রিক টন চাল মওজুদ ছিল। ১৬-২-৯২ ইং তারিখে ৫৯ বস্তায় ৪.৬৪৮মেট্রিকটন চাল বিতরণ শেষে মওজুদ না থাকায় ২.৫৫৩ মেট্রিক টন চাল ঘাটতি হইয়াছে। ১০-২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৮৬.১৩২ মেট্রিকটন চাল বিতরণ শেষে ৭.২০১ মেট্রিকটন চাল মওজুদ থাকায় ১০-২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন গুদাম ঘাটতি*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(৮৬.১৩২+৭.২০১+৯৩.৩৩৩) হয় নাই। ১০-২-৯২ ইং তারিখ হইতে ১৬-২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৬ দিনে ৭.২০১ মেট্রিক টন চাল হইতে ২.৫৫৩ মেট্রিক টন চাল ঘাটতি হইয়াছে। উক্ত ৬ দিনে আদ্রতা কিংবা পোকায় আক্রমনের কারণে কোন চাল ঘাটতি হইয়াছে মর্মে বস্তু প্রদর্শনী-III, খামাল কার্ড হইতে প্রমাণিত হইতেছে না। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০-৬-১৯৬৭ তারিখের Sec-VIII W- 59/66/360-FD নং স্মারকের 2 (1) নং দফা মতে ৬ মাস মজুদ কালে চালের ক্ষেত্রে .৫% ঘাটতি গ্রহণযোগ্য বিধায় ১০-২-৯২ ইং তারিখে মওজুদকৃত ৭.২০১ মেট্রিক টন চালের ক্ষেত্রে .৫% হারে ৩৬৪ কেজি চাল ঘাটতি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ২.৫৫৩ মেট্রিক টন ঘাটতি হওয়ায় ২৫৫৩-৩৬০-২১৫৩ কেজি তথা ২.১৯৩ মেট্রিক টন চাল বিধি বহির্ভূত ভাবে ঘাটতি হওয়ায় ইহা আসামী সেলিম মল্লিক কর্তৃক আত্মসাৎ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে। *বস্তু প্রদর্শনী-I,II,III হইতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, বরিশাল সি,এস,ডি'র ২৪ নং গুদামের চা-১৯/৮৯, চা-৮৭ এবং চা ১৬৬ নং খামালে যথাক্রমে ২০.৬৭৮+৫.১৫৩+-৫৫০+২.১৯৩=২৮.১২৪-৫৫০ মেট্রিক টন চাল আসামী সেলিম মল্লিক কর্তৃক আত্মসাৎ করা হইয়াছে। যাহার তৎকালীন সরকারী মূল্য ছিল প্রতি মেট্রিক টন ১১৩৪০/=টাকা হারে ৩,১৮,৯৩২.৪০ টাকা।* *বস্তু প্রদর্শনী-IV সিরিজ (খামাল কার্ড নং-১৫৩৬৯, ১৫৬০৫৯, ১৫৬০৮২ এবং ১৫৬১৩৪) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৫-৪-৯০ ইং তারিখে ১৭৫ বস্তায় ১৭.৪৮১ মেট্রিক টন চিনি, ৮-৪-৯০ ইং তারিখে ৭৫ বস্তায় ৮.৪৯১ মেট্রিক টন চিনি এবং ১০-৪-৯০ইং তারিখে ৯০ বস্তায় ৮.৯৯০ মেট্রিকটন চিনি সর্বমোট ৩৫০ বস্তায় ৩৪.৯৬২ মেট্রিক টন চিনি গ্রহণ করা হইয়াছে যাহা ৩০-৬-৯০ ইং তারিখে বার্ষিক যাচাইকালে ৩৫০ বস্তায় ৩৪.৯৬২ মেট্রিক টন সঠিক পাওয়া গিয়াছে। ৩১-৭-৯০ ইং তারিখে হইতে ১১-৪-৯১ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে ৩০+১০০+৮০+৭০+৭৪+৪৩+৩৮+৭৪+৫৫+৮০+৮০+৫২ +৫৪+৩৪ +৬৫+৩২+৩০+২৬+২৭+১৬০+১৭=১২২১ কেজি বা ১.২২১ কেজি বা ১.২২১ মেট্রিক টন চিনির রস সংগ্রহ শেসে ১১-৪-৯১ ইং তারিখে ৩৫০ বস্তায় ৩৩.৭৪১ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল। অতঃপর ২৩-৪-৯১ ইং তারিখে ১০ বস্তায় ১.০০০ মেট্রিক টন ৫-৫-৯১ ইং তারিখে ১৬ বস্তায় ১.৫৯৮ মেট্রিক টন, ৯-৫-৯১ ইং তারিখে ১৫ বস্তায় ১.৫০০ মেট্রিক টন মোট ৪১ বস্তায় ৪.০৯৮ মেট্রিক টন চিনি বিতরণ শেষে ৩০৯ বস্তায়*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৯.৬৪৩ মেট্রিকটন চিনি মওজুদ ছিল। অতঃপর ১৪-৫-৯১ ইং তারিখে ৫৬ কেজি এবং ১৬-৫-৯১ ইং তারিখে ৪৬ কেজি মোট ১০২ কেজি চিনির রস সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফলে ৩০৯ বস্তায় ২৯.৫৪১ মেট্রিক টন চিনি মওজুদ ছিল। ১৯-৫-৯১ ইং তারিখে ৭ বস্তায় ৫৩০ কেজি, ৪-৬-৯১ ইং তারিখে ১৫ বস্তায় ১.৩৮৯ কেজি মোট ২২ বস্তায় ১.৯১০মেট্রিক টন চিনি বিতরণ শেষে ২৮৭ বস্তায় ২৭.৫২২ মেট্রিক টন চিনি মওজুদ ছিল। ৮-৬-৯১ ইং তারিখ হইতে ২৭-৬-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত ৬০+৫০+৪১+১৬+৩০=১৯৭ কেজি চিনির রস সংগ্রহন করা হইয়াছে এবং ৩২ বস্তায় ৩০৫৫+৫৭=৩১১২ কেজি চিনি বিতরণ করা হইয়াছে। চিনি ও চিনির রসসহ মোট ৩১১২+১৯৭ কেজি= ৩৩০৯ কেজি বা ৩.৩০৯ মেট্রিক টন বিতরণ ও সংগ্রহ শেষে ২৫৫ বস্তায় ২৪.২৭০ মেট্রিক টন চিনি ২৭-৬-৯১ ইং তারিখে মওজুদ ছিল যাহা ৩০-৬-৯১ ইং তারিখে বার্ষিক যাচাইকালে সঠিক ভাবে ২৫৫ বস্তায় ২৪.২৭০ মেট্রিক টন মওজুদ পাওয়া যায়। ৪-৭-৯১ ইং তারিখ হইতে ২৭-৮-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত ১৩+৫+১৬+১১+১৭+৪+৩=৭০ বস্তায় ১২৫৩+৩০০+৪৭৫+১৫০০+১০০০+১৬১০+৪২৫+২৮৭=৬৮৫০কেজি চিনি বিতরণ করা হইয়াছে এবং ৫০+৪৫+১৫+৪১+৩২+৩৫+৩৯+৮৬+৪১+১৬+১০০=৫০০ কেজি, চিনির রস সংগ্রহ করা হইয়াছে। চিনি ও চিনির রস বাবদ ৭৩৫০ কেজি বা ৭.৩৫০ মেট্রিক টন বাদে ২৭-৮-৯১ ইং তারিখে ১৮২ বস্তায় ১৬.৯২০ মেট্রিক টন চিনি মওজুদ ছিল। ২৯-৮-৯১ ইং তারিখ হইতে ৯-১১-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত সংগৃহীত চিনির রসের পরিমাণ ছিল ৩০+৪৫+৭৭+১৬+৪০+৫৬+১০০+১৬+৪২=৪২২ কেজি এবং ৩+৯+১৭+১৪+৩+৯+১৩+৫+১৪+৩+১১+৬+৫=১১২ বস্তায় ৩৩০+৭৯৪+১৫৬৫+১৩০০+২২০+ ৭৬৪+১২০২+৪০০+১৩০০+২৫০ +৯১৮+৫০০+৪৫০=৯৯৯৩ কেজি, চিনি বিতরণ করা হইয়াছে। উক্তভাবে বিতরণকৃত ও সংগৃহীত ৯৯৯৩+৪২২=১০৪১৫ কেজি বা ১০.৪১৫ মেট্রিকটন চিনি ও চিনির রস বাসে ৯-১১-৯১ ইং তারিখে ৭০ বস্তায় ৬.৫৯১ মেট্রিক টন চিনির মওজুদ ছিল। ১১-১১-৯১ ইং তারিখ হইতে ৩-২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৬৬+৫৮+৫৬+৫৯=১৮০ কেজি চিনির রস সংগৃহীত হইয়াছে এবং ১২+৬+৩+৭=২৮ বস্তায় ৯১৮+৫০১+২৫০+৪৫২=২১২১ কেজি চিনি (সর্বমোট ২১২১+১৮০ কেজি=২৩০১ কেজি) বিতরণ শেষে ৩-২-৯২ ইং তারিখে ৪২ বস্তায় ৪.২৩১ মেট্রিক টন চিনি মওজুদ ছিল। ১৫-২-৯২ ইং তারিখ হইতে ৮-৬-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৫৯+৫৯+৬৯+৫৮+৪২+১৪=২৯৩ কেজি চিনির রস সংগৃহীত হইয়াছে এবং ৮+৪+৫+৭+১০+১+৫=৪০ বস্তায় ৬০০+৩৫০+২৭৫+৫০০+ ৬২৫+৬২+৩৫০=২৭৫২ কেজি চিনি (সর্বমোট ২৭৫২+২৯৩ কেজি= ৩০৪৫ কেজি) বিতরণ ও সংগ্রহ শেষে ৮-৬-৯২ ইং তারিখে ২ বস্তায় ১.১৮৬ মেট্রিক টন চিনি মওজুদ ছিল। ১০-৬-৯২ ইং তারিখে ২০ কেজি চিনি হস্তান্তর শেষে কোন মওজুদ না থাকয় ১.১৬৬ মেট্রিক টন চিনি ঘাটতি হইয়াছে অর্থাৎ ৮-৬-৯২ ইং তারিখে ১.১৮৬ মেট্রিক টন চিনি মওজুদ থাকিলেও মাত্র ২ দিনের ব্যবধানে ১.১৬৬মেট্রিক টন চিনি ঘাটতি হইয়াছে অথচ উক্ত ২ দিনের মধ্যে মওজুদকৃত চিনি গলিয়া রস হয় নাই। অন্য কোন কারণে ঘাটতি হয় নাঈ ২০-৬-১৯৬৭ ইং তারিখের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের Sec-VI/IW-59/66/360 FD স্মারকের 2(III) দফার নিয়ম মতে চিনির ক্ষেত্রে ৩ মাস পর্যন্ত মওজুদকালের জন্য .৫% ঘাটতি গ্রহণ যোগ্য। তৎকারণে ৮-৬-৯২ ইং তারিখ হইতে ১০-৬-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত ২ দিনের মওজুদকালের জন্য ১১৮৬ কে জি চিনির ক্ষেত্রে ৫.৯৩ কে জি ঘাটতি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ১১৬৬ কে জি ঘাটতি পাওয়ায় ১১৬৬-৫.৯৩=১১৬০.০৭ কে জি চিনি বিধি বর্হিভূত ভাবে ঘাটতি হওয়ায় ইহা আসামী সেলিম মল্লিক কর্তৃক আত্মসাৎ করা হইয়াছে মর্মে আইনতঃ গন্য হইতেছে। যাহার তৎকালীন সরকারী মূল্য প্রতি মেট্রিক টন চিনি ২৫.৬১০/= টাকা হারে ২৯,৭০৯.৩৯ টাকা। বস্তু প্রদর্শনী I,II,III এবং IV হইতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, আসামী সেলিম মল্লিক চাল বাবদ ৩,১৮,৯৩২.৪০ টাকা এবং চিনি বাবদ ২৯,৭০৯.৩৯ টাকা সর্বমোট ৩,৪৮,৬৪১.৭৯ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। তদহেতু, আসামী মোঃ সেলিম মল্লিকের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারার অপরাধের আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইতেছে আসামী মোঃ সেলিম মল্লিক উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন কালে উপ-খাদ্য পরিদর্শক হিসাবে বরিশাল সি,এস,ডিতে কর্মরত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধের আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত রূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আসামী মোঃ সেলিম মল্লিককে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারার অপরাধের জন্য এবং ১৯৪৭ সনের ৫ (২) ধারার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হইল। অতএব, আদেশ হয় যে,

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী ১। মোঃ সেলিম মল্লিককে এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধের জন্য আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে উক্ত ধারাসমূহের অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করিয়া দন্ড বিধির ৪০৯ ধারার অপরাধের জন্য ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩,৫০,০০০/=(তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা, যথা সময়ের জরিমানা অর্থ অনাদায়ে আরো ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড আরো ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল। তাহাকে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধের জন্য ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/=(দশ হাজার) টাকা জরিমানা এবং যথা সময়ে জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরো ১ (এক) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল। উভয় কারাদন্ড একত্রে চলিবে। *আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত।* *স্বা/-মোঃ রুহুল আমিন খোন্দকার* *বিভাগীয় বিশেষ জজ* *বরিশাল।* *তাং ০৭.০৩.২০০৪ ইং* *স্বা/-মোঃ রুহুল আমিন খোন্দকার* *বিভাগীয় বিশেষ জজ* *বরিশাল।* *তাং ০৭.০৩.২০০৪ ইং* প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি নামঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, বরিশাল কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-২৪/১৯৯৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০৩.২০০৪ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।